PRINT MEDIA COVERAGE OF "HOME AWAY FROM HOME"

অন্যের পাশে থাকাই সন্তানকে পাওয়া

শান্তনু ঘোষ

তখন থেমে গিয়েছে কার্ডিয়াক মনিটরের 'বিপ' শব্দটা। শ্বাসপ্রশ্বাস চালানোর যন্ত্র (ভেন্টিলেশন)-ও খুলে দেওয়া হয়েছে। আইসিইউ-এ ১৪ বছরের ছেলের মুখ দেখে, নিজের মনকে শক্ত করে বাবার প্রশ্ন ছিল, 'ডাক্তারবাবু ওর অঙ্গদান কি সম্ভব?' উত্তর এসেছিল, 'না।'

ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মৃতের অঙ্গদান সম্ভব নয়। ২০১৯ সালের ৬ এপ্রিলের সেই দিনটার কথা বলতে গিয়ে গলা বুজে আসে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের কর্মী অভিজিৎ চক্রবর্তীর। শনিবার দুপুরে দমদমের বাড়িতে বসে বললেন, "অন্যের মধ্যে তো নিজের ছোট্ট ছেলেটাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলাম না। কিন্তু ওকে নিয়ে ২৬ দিনের লড়াইয়ের সময়ে হাসপাতালে কাউকে হাসতে, কাউকে কাঁদতে দেখেছি। তাই, আমার আরুষকে অন্য বাচ্চাদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছি মাত্র।" ক্যানসারে আক্রান্ত শিশুদের পাশে থাকতে আরুষের বাবা অভিজিৎ ও পিসি জয়িতা মিলে তৈরি করেছেন একটি ট্রাস্ট। যার জন্ম আরুষের মৃত্যুর আট মাস পরে।

■ আরুষের ছবি হাতে বাবা ও মা। *ছবি: স্নেহাশিস ভট্টাচার্য*

এ বার তাঁরা গড়ে তুলছেন একটি বাড়ি। নিউ টাউন সংলগ্ন হাতিশালা মৌজা এলাকায় দু'কাঠা জমিতে মাথা তুলবে সেই দোতলা বাড়ি। আজ, রবিবার তার শিলান্যাস হবে। অভিজিৎ, জয়িতা এবং আরুষের মা, হলদিয়ায় ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনে কর্মরত ছন্দার স্বপ্ন, আগামী দেড় বছরের মধ্যে গড়ে উঠবে ওই বাড়ি। যেখানে বিনামূল্যে থাকার সুযোগ পাবেন ১২-১৩ জন ক্যানসার আক্রান্ত শিশু ও তাদের বাবা-মায়েরা। দমদমের ফ্ল্যাটে বসার ঘরের দেওয়ালে টাঙানো আরুষের বড় ছবি। সদা হাসি মুখের 'তাতাই'-এর দিকে তাকিয়ে তার আদরের 'পিসিমণি' জয়িতা বলেন, "দূরদূরান্ত থেকে অনেক শিশু ক্যানসারের চিকিৎসা করাতে শহরে আসে। কেমোথেরাপির পরে হাসপাতালের কাছাকাছি তাদের থাকার পরামর্শ দেন চিকিৎসকেরা। কিন্তু অনেক দরিদ্র পরিবারের পক্ষে বাড়ি ভাড়া করে থাকা সম্ভব হয় না। ওদের জন্যই বাড়ি তৈরির ভাবনা।"

এর পর পৃঃ ৩ ►

Anandabazar Patrika
12-02-2023

হাতিশালায় বিনামূল্যে ক্যানসার রোগীর পরিবারের থাকার ব্যবস্থা

পুবের কলম প্রতিবেদক: নিউটাউন সংলগ্ন হাতিশালায় আরুষ মেমোরিয়াল ট্রাস্টের উদ্যোগে 'হোম অ্যাওয়ে ফর্ম হোম'-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় রবিবার। সংস্থার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এখানে ক্যানসার আক্রান্ত অর্থিকভাবে পিছিয়েপড়া পরিবার, যারা কলকাতায় চিকিৎসা করাতে আসেন, তাঁদের বিনামূল্যে থাকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কলকাতার নিউ টাউন-রাজারহাট সংলগ্ন হাতিশালায় প্লট নম্বর এইচপিবি-৯ স্বপ্নভূমি প্রজেক্টে খুব শীঘ্রই চালু করা হবে। এ দিনের ভিত্তিপ্রস্তর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগীতাচার্য জয়ন্ত বোস, ডা. অর্ণব গুপ্ত, ডা. প্রীতম রায়, ডা. দীপশিখা মাইতি, ডা. অপূর্ব ঘোষ, স্বামী সিদ্ধেশানন্দ মহারাজ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। উল্লেখ্য, আরুষ নামে ১৪ বছরের একটি ছেলে ক্যানসারে মারা যায় ২০১৯ সালের ৬ এপ্রিল। তাঁর বাবা ছেলের স্মৃতিতে এই হোম তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেন। আরুষের বাবা অভিজিৎ চক্রবর্তী জানান, অসুস্থ শিশুদের রাখা ছাড়াও এঁদের মানসিক সুস্থতা ও যেকোনও রকমের জরুরি শারীরিক অবস্থায় দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছনোর ব্যবস্থাও থাকবে এখানে। এখানে মনবিদও থাকবেন। ১৫ বেডের এই দোতলা বাড়িতে থাকবে ইন্ডোর গেমস, প্রোজেকশন স্ক্রিন ও তাদের আনন্দদীপ্ত পরিবেশ দেওয়ার জন্য নানা সরঞ্জাম।

ছবি: রমিত বন্দ্যোপাধ্যায়

Puber Kolam
13-02-2023

Lost son to cancer, couple plans shelter for child patients

TIMES NEWS NETWORK

Kolkata: A distraught couple who lost their 14-year-old son to cancer came forward to form a charitable trust and set a Home-Away-From-Home in New Town, which will provide a shelter to the financially weaker families of paedeatric cancer patients.

"The proposed structure will be a two-storied building that will house at least 15 beds for children and their parents. The stay at the home will help the parents, who have financial problems," said bank official, Abhijit Chakraborty, who lost his only son Aarush after a 26-day battle at Tata Memorial Cancer Hospital in April 2019.

"No parents can accept the loss of their child. I wanted to float a public charitable trust for helping the financially deprived paediatric cancer patients," he said during the foundation stone laying ceremony of the unit in Hathishala, New Town. Eight months after Aarush's death, the family had formed the Aarush Memorial Trust in December 2019.

The foundation of Home-Away-From-Home was laid in New Town

The Times of India
13-02-2023

ছেলের স্মৃতিতে ক্যান্সার আক্রান্ত শিশুদের জন্য বাড়ি

আজকালের প্রতিবেদন

ছেলের স্মৃতিতে ক্যান্সার আক্রান্ত শিশুদের জন্য বাড়ি বানাচ্ছেন বাবা-মা। নিউ টাউনের হাতিশালার এই বাড়িতে বাবা-মায়ের সঙ্গে নিখরচায় থেকে ক্যান্সার চিকিৎসার সুযোগ পাবে আর্থিক ভাবে পিছিয়ে থাকা পরিবারের শিশুরা। ১২-১৩ জন শিশুর থাকার ব্যবস্থা হচ্ছে। আরুষ মেমোরিয়াল ট্রাস্টের উদ্যোগে নিউ টাউনের হাতিশালায় দু'কাঠা জমির ওপর বছর দেড়েকের মধ্যে দোতলা 'হোম অ্যাওয়ে ফ্রম হোম' বাড়িটি তৈরি হয়ে যাবে। রবিবার বাড়িটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন রামকৃষ্ণ মিশনের কথামৃত ভবনের অধ্যক্ষ স্বামী সিদ্ধেশানন্দজি মহারাজ। ছিলেন আচার্য জয়ন্ত বোস, ডাঃ অপূর্ব ঘোষ, ডাঃ অর্ণব গুপ্ত, ডাঃ সোমনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ।

২০১৯ সালে ক্যান্সার আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় দমদমের বাসিন্দা, অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়া ১৪ বছরের আরুষ চক্রবর্তীর। কয়েক মাস পর ক্যান্সার আক্রান্ত শিশুদের পাশে থাকতে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের কর্মী বাবা অভিজিৎ চক্রবর্তী এবং পিসি জয়িতা তার নামে তৈরি করেন একটি ট্রাস্ট। এবার আরুষের বাবা, পিসি আর মা ছন্দা চক্রবর্তী মিলে গড়ে তুলছেন স্বপ্নের একটি বাড়ি। সেখানে আর্থিক ভাবে পিছিয়ে থাকা শিশুরা বাবা-মায়ের সঙ্গে বিনা খরচে থেকে এই মারণ রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করবে।

আরুষের পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে, দরিদ্র পরিবারের অনেকের পক্ষে বাড়ি ভাড়া করে চিকিৎসা করানো সম্ভব হয় না। তাদের জন্যই এই বাড়ি তৈরি হচ্ছে। সেখান থেকে হাসপাতালে যাতায়াতের জন্য থাকবে গাড়ি। বাড়িতে বাচ্চাদের মন ভাল রাখার জন্য থাকবে খেলার ঘর, ছোট্ট থিয়েটার হল। থাকবেন মনোবিদও।

'হোম অ্যাওয়ে ফ্রম হোম'। বাড়িটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান।

Aajkaal
13-02-2023

কেউ যেন আরুষ না হয়, উদ্যোগী পরিবার

রবিবার 'হোম অ্যাওয়ে ফ্রম হোম'-এর শিলান্যাস অনুষ্ঠানের এক মুহূর্ত — এই সময়

এই সময়, ভাঙড়: সমাজের পিছিয়ে পড়া দরিদ্র পরিবারের ক্যান্সার আক্রান্ত শিশুরা যাতে শহরের কাছাকাছি থেকে চিকিৎসা পরিষেবা পেতে পারে, সে জন্য উদ্যোগী হলো স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আরুষ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট। সংস্থার উদ্যোগে ভাঙড়ের হাতিশালায় তৈরি হচ্ছে 'হোম অ্যাওয়ে ফ্রম হোম'। যেখানে ক্যান্সার আক্রান্ত শিশু ও তার পরিবারের লোকেদের জন্য বিনামূল্যে থাকার সুযোগ মিলবে।

রবিবার এর শিলান্যাস করেন অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মঠ কথামৃত ভবন, কলকাতার স্বামী সিদ্ধেশানন্দজি মহারাজ, আচার্য জয়ন্ত বসু, চিকিৎসক অপূর্ব ঘোষ, চিকিৎসক অর্ণব গুপ্ত প্রমুখ। সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ চক্রবর্তী বলেন, 'নিউ টাউন লাগোয়া ইনফোসিসের পিছনে দু'কাঠা জমির উপর আগামী দেড় বছরে আমাদের এই প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়ে যাবে। নিউ টাউনে তিনটি ক্যান্সার হাসপাতাল আছে। অপারেশনের পর বা কেমো নিয়ে অনেককেই চিকিৎসার স্বার্থে হাসপাতালের কাছাকাছি থাকতে হয়। তাই পেডিয়াট্রিক ক্যান্সার রোগীদের জন্য আমাদের এই ব্যবস্থা। যেখানে ১৫ জন ক্যান্সার আক্রান্ত শিশু তাদের পরিবারের সঙ্গে বিনামূল্যে থাকতে পারবে।' পেশায় ব্যাঙ্ককর্মী, দমদমের বাসিন্দা অভিজিতের একমাত্র ছেলে আরুষ মাত্র ১৪ বছর বয়সে দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। আরও কোনও আরুষকে যাতে এ ভাবে চলে যেতে না হয়, সে জন্যই উদ্যোগী অভিজিৎ ও তাঁর পরিবার।

Ei Somay
13-02-2023

ক্যানসারে আক্রান্ত শিশুদের জন্য 'হোম অ্যাওয়ে ফ্রম হোম' প্রজেক্টের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০১৯ সালের ২ ডিসেম্বর আরুষ মেমোরিয়াল ট্রাস্টের পথ চলা শুরু। নিজের একমাত্র সন্তান আরুষকে ক্যানসারে হারিয়ে বাবা অভিজিৎ চক্রবর্তী গড়ে তোলেন এই ট্রাস্ট। ২০১৯ এর ৬ এপ্রিল ক্যানসারের কাছে হার মেনে প্রাণ হারায় আরুষ। সেই সময় সাক্ষী হয়েছিলেন নানা প্রতিকূলতা, তবু বাঁচাতে পারেননি ছেলেকে। তাই নিজের হারানো ছেলে যাতে আরও হাজারো ক্যানসার জয়ী শিশুর মধ্যে বেঁচে থাকতে পারে তার জন্য তিনি গড়ে তোলেন এই আরুষ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট।

গরিব অসহায় ক্যানসার আক্রান্ত পরিবারকে চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্য করা এবং মানসিকভাবে সেইসব পরিবারের পাশে থাকা এই ট্রাস্টের মুখ্য কাজ। আরো কিভাবে অসহায় পরিবারগুলোর পাশে থাকা যায় তার কথা ভাবতে গিয়ে ট্রাস্ট 'হোম অ্যাওয়ে ফ্রম হোম' প্রজেক্টের কথা ভাবনা চিন্তা করে।

নিউটাউনে স্বপ্নভূমি প্রজেক্টের অন্তর্গত একটি প্লটে আরুষ মেমোরিয়াল গড়ে তুলতে চলেছে একটি দ্বিতল বাড়ি। এই বাড়িতে ১২-১৩ টি দুঃস্থ পরিবারের ক্যানসার আক্রান্ত শিশু এবং তার অভিভাবকদের থাকার সুব্যবস্থা থাকবে। সকল স্বাস্থ্যবিধি মেনে এই ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে, থাকবে মনোবিদদের পরিষেবাও। হাসপাতালে যাতায়াতের জন্য পরিবহনের ও সুব্যবস্থা এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য সুবিধা ও থাকবে এখানে। ২০২৩ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি ট্রাস্টের সেই স্বপ্নের প্রজেক্টের শিলান্যাস হল। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগীত গুরু আচার্য জয়ন্ত বোস, ইনস্টিটিউট অফ চাইল্ড হেলথ কলকাতার ডিরেক্টর প্রখ্যাত শিশু বিশেষজ্ঞ ডক্টর অপূর্ব ঘোষ সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।

Ek din 13-02-2023